তারিখ 06 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

51

উন্নত দেশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অবিরাম গবেষণা চলছে। এসব গবেষণার ফলে যেমন নতুন নতুন জ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে তেমনই অনেক প্রচলিত ধ্যান-ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। তাই স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষকদের গবেষণা জ্ঞান চর্চা, আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা পাঠাভ্যাস, পুস্তক-প্রবন্ধ প্রণয়ন, দেশে - বিদেশে বিভিন্ন সভা - সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে স্বীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিধি প্রসার সাধন করতে হয়। সারা বিশ্বে এসব বিষয়কে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া এসব বিষয়ই অধ্যাপনার মান উন্নয়নের সর্বজন গৃহীত উপায় হিসেবে চিহ্নিত। এসবই অধ্যাপনার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের যত্নশীল এবং প্রতিযোগী করে তোলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব উপাদানকে কিঞ্চিৎ অনুসরণ করা হলেও সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এটা বিন্দুমাত্র প্রয়োগ করা হয় না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারী করে তাদের জন্য অন্যান্য ক্যাডারের মত 'বুনিয়াদী' প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে চাকুরী বিধি, পেনশন হিসেব, ফাইল খোলা, নোটশিট লেখা, ভ্রমণ বিল তৈয়ার, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক অনুষ্ঠান, অংশ-গ্রহণ প্রকল্প প্রণয়ন ও মূল্যায়ন ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় জিনিস। অর্থাৎ একজন সরকারী কলেজের প্রভাষককে সার্থক শিক্ষক না করে বরং সরকারী আমলা করার অপপ্রয়াস। এ প্রশিক্ষণের ফলে একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান যোগ্যতা অণু পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অথচ দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য এটাই প্রশিক্ষণের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল।

এর পরে যে, বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে তা হলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে প্রতি বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন বিভাগে সাত থেকে দশ জন প্রফেসর পদের শিক্ষক থাকেন এবং এর চেয়ে বেশী আছেন সহযোগী প্রফেসর। তার পরেও থাকেন সহকারী প্রফেসর এবং প্রভাষক। মোট শিক্ষকের সংখ্যা হবে ২০ হতে ৩০ জন। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে একটি বিভাগে আছেন একজন প্রফেসর, একজন সহযোগী প্রফেসর, দু সহকারী প্রফেসর এবং ৩-৪ জন প্রভাষক। মোট শিক্ষকের সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক - চতুর্থাংশ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে প্রতি পেপারের জন্য একাধিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে একজনও এইরূপ শিক্ষক থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রায় সকলেরই রয়েছে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শতকরা একজনেরও এই ডিগ্রী নেই। ঢাকা মহানগরীর একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষকের সংগে আলাপ হলো। তিনি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পড়ান। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কলেজে কি নিয়মিত "Journal of International Economics" এবং "Journal of Development Economics" প্রভৃতি আন্তর্জাতিক জার্নাল আসে। প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেনঅথচ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পড়ান এমন একজন শিক্ষকের এ দুটো জার্নাল নিয়োমিত পড়ার কথা। খোঁজ নিয়ে জানলাম বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেই একটিও আন্তর্জাতিক জার্নাল নেই। কোন বিষয়ের উপরই নয়।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার জন্য যে সংখ্যক বই বিভিন্ন বিষয়ের উপর থাকা দরকার তার ৭০ ভাগই এসব কলেজে নেই। এছাড়াও রয়েছে পর্যাপ্তসংখ্যক কক্ষের অভাব। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের পদ নেই। যা পদ আছে তারও শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ শূন্য পড়ে রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো কেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ করে এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সনদপত্র ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হলো? কেন এ আত্মপ্রতারণা? এটা করা হয়েছিল সস্তা জনপ্রিয়তা পাবার জন্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। যা হোক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষার নামে বর্তমানে যা চলছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে প্রহসন মাত্র। দেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে শিক্ষার ক্রমাবনতিশীল মান পুনরুদ্ধার করার, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রশাসন, শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা দেবার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই এমন সব শিক্ষকদের সাধারণ সরকারী কলেজে ফিরিয়ে দিতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। প্রতি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সমসংখ্যক পদ সৃষ্টি করতে হবে। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে হাজার হাজার শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রহসনের হাত হতে রক্ষা করতে দ্রুত এগিয়ে আসবেন এটাই জনগণ আশা করছে।